এমএসএস খবর

জুলাই, ২০২৫ সংখ্যা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাফল্যের ৫০ বছর ১৯৭৪-২০২৪

MSS Working for the People

জুলাই মাসজুড়ে রাজধানীতে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষুসেবা

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এমএসএস-আই কেয়ার প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে জুলাই মাসজুড়ে আয়োজন করা হয় "স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম"। সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে চক্ষুসেবা প্রদানই ছিল এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

জুলাই মাসজুড়ে প্রোগ্রামটি রাজধানীর রাজমুগুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়ের বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাফরাবাদ (পাঠশালা) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরাবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নবযুগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সকল বিদ্যালয়ে মানবিক সাহায্য সংস্থার আই কেয়ার প্রোগ্রাম "স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম" এর মাধ্যমে শুধু চোখ পরীক্ষা নয়, শিক্ষার্থীদের চোখের যত্ন ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষার উপায় নিয়েও সচেতন করা হয়। এর ফলে অনেক শিশু প্রথমবার বুঝতে পেরেছে যে দৃষ্টির সমস্যাকে অবহেলা না করে সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া কতটা জরুরি।

শিশুকাননে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস ও এর প্রতিরোধ কৌশল নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ শিক্ষামূলক কার্যক্রম। এছাড়াও উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়। গত ৩০ জুলাই (বুধবার) শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই কার্যক্রমে মাস্ক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম, হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে ভাইরাসের সংক্রমণ এড়ানো যায় তা শেখানো হয়। এর মাধ্যমে শিশুরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করে।

একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক এ উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের সচেতনতামূলক কাজ শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রতি মাসে এ ধরনের কার্যক্রম আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করি।

শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস আরও দৃঢ় করতে এই উদ্যোগ চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে শিশুকানন কর্তৃপক্ষ।

এমটিআই- এর উদ্যোগে গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার অপারেশন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

এমএসএস টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (এমটিআই) কর্তৃক সম্প্রতি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে গত ১৯ জুলাই গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ২২ জুলাই কম্পিউটার অপারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কোর্সে আধুনিক প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের উন্নত দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক থেকে পেশাদার ডিজাইন তৈরির কৌশল আয়ত্ত করেন আর কম্পিউটার অপারেশন কোর্সে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম ও অফিস সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আধুনিক কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে এমটিআই-এর একজন প্রশিক্ষক জানান, সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও আগ্রহ অনেক ছিল, যা ভবিষ্যতে তাদেও পেশাগত জীবনে বড় ধরনের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

জীবনযুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানো এক সাহসী নারীর গল্প

দরিদ্র পরিবারের এক সাহসী নারী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চৈতন্যপুর গ্রামের মোসাঃ আয়েশা বেগম। মাত্র ১৩ বছর বয়সে দিনমজুর স্বামী মোঃ আরমান আলীর সাথে বিয়ে হয় তার। সেসময় নিজের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কৃষিকাজ করতে হতো আয়েশার স্বামীর।

শুরুতে মাত্র ৪৯ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে কৃষির পথচলা শুরু হলেও, অভাব আর সীমিত মূলধন ছিল তাদের বড় বাঁধা। ঠিক সেই সময় মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর ফিল্ড অফিসারের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন জাইকার অর্থায়নে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় পরিচালিত এসএমএপি প্রকল্প সম্পর্কে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সহজ শর্তে কম সুদে কৃষিঋণ প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক গাভী পালন প্রশিক্ষণ, নিয়মিত পরামর্শ এবং উপজেলা কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহযোগিতায় নানা সমস্যার সমাধান করা হয়।

২০২৫ সালে আয়েশা এমএসএস থেকে ৯০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে শেখা আধুনিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে তিনি গাভী পালন ব্যবসায় দ্রুত সাফল্য অর্জন করেন। ধীরে ধীরে তার মূলধন দাঁড়ায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা।

আয়েশার জানান, "সঠিক প্রশিক্ষণ আর পরিশ্রম থাকলে গাভী পালনে ভালো মুনাফা সম্ভব। জাইকা, বাংলাদেশ ব্যাংক ও মানবিক সাহায্য সংস্থার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তাদের জন্যই আজ আমি স্বপ্ন দেখতে পারছি, আর অন্যদেরও স্বপ্ন দেখাতে পারছি।"

এমএসএস-এর সহায়তায় বর্তমানে আয়েশা বেগম খামার আরও সম্প্রসারণ ও নিজের বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন। এখন তিনি শুধু নিজের পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নত করেননি, বরং এলাকার অন্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org